মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১
টেলিফোন : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫
ফ্যাক্স : ০৪৬৬২-৭৫২২৪
ই-মেইল : da@ mpa.gov.bd
ওয়েব সাইট : www. mpa.gov.bd

নং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.২৬.০৪২(অংশ-১).২০১৮-৩৭০ ০১-০২-২০১৮ খ্রিঃ।

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহের জানুয়ারি-২০১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : পত্র নং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০০৮.২০১৪-৫৬৪, তারিখ : ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৭-০৯-২০১৪ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনায় উল্লেখিত মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জানুয়ারি-২০১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছকে সন্নিবেশ করতঃ আদিষ্ট হয়ে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-২০১৮
(প্রণব কুমার রায়)
পরিচালক (প্রশাসন)

সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

উপ-সচিব (মোংলা বন্দর শাখা)
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিদর্শন কালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	সকল নৌ-পথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর পাশাপাশি সারা বছর মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং চালিয়ে যেতে হবে। নদ-নদীগুলো হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানি করা যায় কি-না যাচাই করে দেখতে হবে। কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আরও ড্রেজার সংগ্রহ করতে হবে।	
২.	বন্যা হতে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বর্ষাকালে অতি বর্ষণে সৃষ্ট পানি ধারণের ব্যবস্থা রেখে ড্রেজিংসহ অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	
৩.	সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর এবং স্থলবন্দর সমূহকে আরও আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে জুন-২০১৭ পর্যন্ত ৪২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ০৪ টি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ০৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪.	নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করে গড়ে তুলতে হবে। তদানুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরী করতে হবে। যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারী বিধানবলী অনুসরণ করে জলযানে উদ্ধার ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে বিশেষ করে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদিত ডিজাইন ও নির্দেশনা মতে তৈরী এবং চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মবক কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্য নিয়োগ, নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি পূর্বক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বন্দরের জাহাজগুলো অতি পুরাতন বিধায় সেগুলোকে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে জলযান ক্রয়ের সময় এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	পর্যটকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকর্ষণীয় নৌ-যানসহ নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী ক্রুজ সার্ভিস ব্যবস্থা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	ভবিষ্যতে বিবেচনা করা হবে।
৬.	মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।	মবক-এ কর্মরত বিভিন্ন জলযানের মাষ্টার ও নাবিকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-২০১৮
পরিচালক (প্রশাসন)

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

সংযুক্তি-"ক"

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পদ্মাসেতু নির্মাণ, মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা এবং রুপপুর পারমানবিক কেন্দ্রের মালামাল বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার শিল্প কারখানার মালামাল বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী/রপ্তানীর সহজ সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার আমদানি/রপ্তানি মালামাল উল্লেখযোগ্য পরিমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং। প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ১৬৬৫০.০০ লক্ষ। বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লাবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য পশুর চ্যানেলে ১৩কিঃমিঃ এলাকায় প্রায় ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (BIFPCL) কর্তৃক বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃটন কয়লা নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৯-০১-২০১৮ তারিখে ড্রেজিং কাজ শুরু হয়েছে।
২.	মোংলা বন্দরের জন্য নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ । প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ২৪১৪.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে ১টি নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা উহা সংগ্রহ করে অপসারণ করা সম্ভব হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা যাবে।	জলযানটির নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিপমেন্ট এর অপেক্ষায় আছে।
৩.	স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৫৩০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেঃ ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	একটি হালনাগাদ মাস্টার প্লান তৈরী করা হবে।	মাস্টার প্লান অনুযায়ী মোংলা বন্দরেরর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র কার্যক্রম চলমান আছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	**পিপিপি এর আওতায়ঃ** মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ। প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ৪১২০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে আনুমানিক ইকুইপমেন্টসহ ২টি অসম্পূর্ণ জেটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১ লক্ষ টিইউউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	মবক এর দুটি অসম্পূর্ন জেটি নির্মানের জন্য গত ২১/০৮/২০১৬ তারিখে Powerpac Ports Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। গত ০৩/০৭/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটির Independent Engineer হিসেবে Consultancy Research and Testing Services, KUET এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে উভয় পক্ষের Conditions Precedent পূরণের পর্যায়ে রয়েছে। Conditions Precedent পূরণের জন্য ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৯ (নয়) মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ২৩৬০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জানুঃ ২০১৭ হতে জুন ২০১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামোর মেরামত ও উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মবক এর রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	প্রকল্পটি গত ১৬/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ০৭/১১/২০১৭ তারিখ নৌপম হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
৬.	ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম। (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৪৮৯০.৭৮ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯	প্রকল্পটির অধীনে মবক দেশী বিদেশী জাহাজের অবস্থান নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য ভিটিএমআইএস প্রবর্তন করা হবে।	বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান উন্নীত করা যাবে।	গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২৮/১১/২০১৭ তারিখ নৌপম হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
৭.	মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৭১২৫০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১০৩.৯৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	প্রকল্পটি গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৭-১২-২০১৭ তারিখ নৌপম হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ভবিষ্যৎ প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পে র নাম; সম্ভাব্য ব্যয়; বাস্তবায়নকাল	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন টাকা ৪৪৭৭৪৪.৯৭ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২			
	১.১ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ১টি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।		
	১.২ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৩ কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ৯নং জেটির পশ্চাতে ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৪ বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ।	আমদানীকৃত গাড়ী পরিকল্পিত উপায়ে সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম ৮ হাজার গাড়ি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।	কার ইয়ার্ড নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত ন্যূনতম ৮ হাজার টি গাড়ি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।	
	১.৫ পশুর চ্যানেলে ডুবন্ত রেক অপসারণ।	পশুর চ্যানেল হতে ৫টি ডুবন্ত রেক উত্তোলন করা হবে।	ডুবন্ত রেক অপসারিত হলে পশুর চ্যানেলে পলিজনিত সমস্যা অনেকাংশে দূর হবে। ফলে বন্দরে আরও বড় জাহাজ চলাচল নিরাপদ হবে।	
	১.৬ মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ছয় লেন ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ।	মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হবে।	পদ্মা সেতু নির্মাণ ও খুলনা-মোংলা রেল লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে মোংলা ইপিজেড, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে অত্র এলাকায় উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিকল্পিত উপায়ে নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	
	১.৭ মোংলা বন্দরের জেটির নীচে জমায়িত পলি ভেঙ্গে পড়া রোধকরণ।	৫ হতে ৯ নং জেটি সম্মুখে শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।	শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হলে জেটি সম্মুখে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজতর হবে এবং ৫টি জেটি ৮মিটার ড্রাফটের জাহাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে।	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২	মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৩২০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০	প্রকল্পটির অধীনে ১টি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজারসহ ১টি মুরিং গিয়ার পন্টুন সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরের ১৩১কিঃমিঃ দীর্ঘ চ্যানেলের মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজ হবে।	চীন কর্তৃক প্রকল্পটির সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।
০৩	মোংলা বন্দরের জন্য জলযান সংগ্রহ। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৪১০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১	প্রকল্পটির অধীনে ১১টি বিভিন্ন ধরণের জলযান সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্দরে আগত সমূদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটি ভারতীয় 2nd LoC তে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
০৪	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ফর মোংলা পোর্ট। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ২৪৭২.৫০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০	প্রকল্পটির অধীনে মোংলায় ১টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর, সমূদ্রগামী জাহাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।	গত ১৭-০৮-২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২১-০১-২০১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	মোংলা বন্দরের জন্য টাগ বোট সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৪৯২৯.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং দ্রুততম সময়ে সম্পন্নের জন্য Off The Shelf ১টি টাগ বোট সংগ্রহ করা হবে।	সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটির উপর গত ০৬/১২/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৬-০১-২০১৮ তারিখ নৌপম এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৬	মোংলা বন্দরের জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৩৫০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ জুন, ২০১৯	বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজে পরিবাহিত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য ১টি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজে পরিবাহিত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১৯/০২/২০১৭ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদনের সুপরিশ করা হযেছে।
০৭	মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৩৬৪১.৮৫ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১৩.৩৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ আগমন ও নির্গমনের পথ সুগম হবে।	গত ১৭-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুর্নগঠন করে গত ২৩-০১-২০১৮ তারিখে নৌপম-এ প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	আপগ্রেডেশন অফ মোংলা পোর্ট সম্ভাব্য ব্যয় ঃ ৬৩৮৫২৫.৮৮ লক্ষ বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০১৮-১৯ হতে ২০২১-২২	কন্টেইনার টার্মিনাল, কন্টেইনার ডেলিভারি ইয়ার্ড, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল জেটি, মেরিন ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, বন্দর এলাকায় ৮টি বহুতল ভবন, আকরাম পয়েন্টে ভসমান সার্ভিস টার্মিনাল নির্মাণ, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, ১১টি বিভিন্ন ধরনের জলযান সংগ্রহ, একটি ট্রেলিং সাকশন হপার ড্রেজার সংগ্রহ, জেটি হতে জয়মনিরগোল পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং।		প্রকল্পটি ভারতীয় 3rd LoC এর (৩য় নমনীয় ঋন) আওতায় বাস্তবায়নের জন্য গত ৩১/১০/২০১৭ তারিখে পিডিপিপি প্রণয়ন করে নৌপম এ প্রেরণ করা হয় এবং নৌপম হতে গত ২০/১১/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-২০১৮
পরিচালক (প্রশাসন)